প্রথম সংখ্যা
১৩৭৬ সন

"গুরুধাম"

মাঘী পূর্ণিমা
আবির্ভাব দিবস

বিশ্বগুরু ভগবান শ্রীশ্রী ব্রজানন্দ

হরে ব্রজানন্দ হরে হরে ব্রজানন্দ হরে।
গৌরহরি বাসুদেব রাম নারায়ণ হরে॥

"গুরুধাম"

[যুগাবতার শ্রীশ্রীব্রজানন্দের প্রতিষ্ঠিত "গুরুধাম" মন্দিরের ধর্ম্মীয় মুখপত্র]

উপদেষ্টা পরিষদ

১। ডক্টর বিনোদ বিহারী দত্ত, এম. এ., এল. এল. বি.,
পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি, অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার
ও কন্ট্রোলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ. ডি. ফিল,
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৩। শ্রীযুত রামজীবন ভট্টাচার্য্য, এম, এ

৪। অধ্যাপক জে. এন. শাস্ত্রী, এম. এ

সম্পাদক মণ্ডলী

১। অধ্যাপক কালীপদ সেন, এম. এ

২। " রবিনন্দন দাস, এম. এ

৩। " মণিমোহন অধিকারী এম. এ

৪। শ্রী তরণীকান্ত বসু, বি. এ.

৫। " প্রমথ মিত্র

৬। " পরিমল কুমার দাস, বি. এ,
সাহিত্যতীর্থ, এ. বি. টি. আই

৭। " রমণী মোহন দাস

পরিচালক মণ্ডলী

১। শ্রী তরণীকান্ত বসু
২। " প্রমথ মিত্র
৩। " বলানন্দ ব্রহ্মচারী
৪। " অমূল্য সাহা
৫। " নিরঞ্জন রায়
৬। " অমূল্য দাসগুপ্ত
৭। " সুবোধ বসুচৌধুরী
৮। " পরিমল কুমার দাস
৯। " মেঘনাদ সাহা
১০। " রামকৃষ্ণ পাল
১১। শ্রীমতী পূরবী ঘোষ
১২। " ঝরণা পাল
১৩। শ্রী উপেন্দ্র বিনোদ সেন
১৪। " যুবরাজ বড়াল
১৫। " গিরীণ কর্ম্মকার
১৬। " নিবারণ চন্দ্র সাহা
১৭। " মাখন চন্দ্র শীল
১৮। " ধীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা
১৯। " মদন পাল
২০। " মাখন লাল দে

বিষয় সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সম্পাদকীয়	শ্রীপরিমল কুমার দাস	১
২। গুরুধাম	,, বলানন্দ ব্রহ্মচারী	২
৩। শ্রীগুরু বন্দনা	,, তরণীকান্ত বসু	২
৪। প্রার্থনা	,, মাখন লাল শীল	২
৫। ব্রজানন্দ বেদবাণী	,, প্রমথ মিত্র	৩
৬। ভোগারতি ভজন	,, রমণী মোহন দাস	৪
৭। শ্রীশ্রীব্রজানন্দ বন্দনা	শ্রীমতী রেখা সাহা	৪
৮। মানুষ ভগবান	অধ্যাপক রবি নন্দন দাস	৫
৯। প্রথম দর্শন	শ্রীমতী বাণী গুপ্তা	৬
১০। জয় ব্রজানন্দ হরে	শ্রীতরণীকান্ত বসু	৭
১১। গুরু দর্শন	,, পরিমল কুমার দাস	১০
১২। শ্রীশ্রীগুর্বষ্টম্	অধ্যাপক মণি মোহন শর্মণঃ	১০
১৩। A Glimpse into my First Impression	Tarani Kanta Basu	১১
১৪। মনরে আমার শ্রীগুরু বল	শ্রীমতী প্রণতি সেন	১২
১৫। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঢাকা যাত্রা	শ্রীউপেন্দ্র বিনোদ সেন	১৩
১৬। গুরুধাম প্রতিষ্ঠার অন্তরালে	,, পরিমল কুমার দাস	১৬
১৭। ব্রজানন্দ বুড়াশিব	শ্রীমতী বীণারাণী পাল	১৭
১৮। পুণ্যতীর্থ গুরুধাম	শ্রীপ্রমথ মিত্র	১৮
১৯। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীব্রজানন্দ	,, নিরঞ্জন রায়	১৯
২০। গুরুশিষ্য সংবাদ	,, তরণীকান্ত বসু	২১
২১। গুরুধাম ও গুরুদেব ব্রজানন্দ	,, পরিমল কুমার দাস	২২
২২। মহাপুরুষ দর্শনে	,, শৈলেন গুপ্ত	২৩
২৩। গুরুধামে বিজয়ায় ভক্ত-শিষ্য সম্মেলন	,, প্রমথ মিত্র	২৬
২৪। ভক্তশিষ্য সম্মেলন (দ্বিতীয়)	,, প্রমথ মিত্র	২৮
২৫। পাতা ঝরার দিনে	,, পরিমল কুমার দাস	২৯
২৬। স্বর্গরাজ্য	,, দুলাল পাল	৩০
২৭। যা চেয়েছি তা পেয়েছি	,, রামকৃষ্ণ পাল	৩১

বাঙ্গুর এভিনিউস্থ গুরুধাম হইতে
শ্রীপরিমল কুমার দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

মাঘী পূর্ণিমা

৮ই ফাল্গুন—১৩৭৬ সন

মূল্য—৫০ পয়সা

মুদ্রণে—দি প্রিণ্টম্যান (ইণ্ডিয়া), কলিকাতা-৯
গ্রন্থণে—ব্রজানন্দ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-৯

সম্পাদকীয়

শুভ মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে যুগাবতার ব্রজানন্দের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে **"গুরুধাম"** পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় ভক্তশিষ্য সকলের বহু দিনের আশা পূর্ণ হল। এই সংকলন প্রকাশে যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, পত্রিকা কমিটির পক্ষ হতে তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মানুষের কল্যাণের জন্যই ব্রজানন্দের মর্ত্যে আবির্ভাব। মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে, সকল ব্যথা ও দুঃখ দূর করে জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, তিনি নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন। হিংসা, লোভ ও ক্রোধের বহ্নিশিখায় তপ্ত পৃথিবীর মানুষকে নূতন মানব ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার সুপরিচিত বুড়াশিবধাম অধীন প্রেম ও শান্তির স্বর্গরাজ্য **"গুরুধাম"** বিশ্বগুরু ব্রজানন্দ নিজে প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী চিরস্মরণীয় সাধক ও মহাপুরুষগণের মধ্যে ঠাকুর ব্রজানন্দের স্থান একটু স্বতন্ত্র। কারণ তিনি নিজেই সকলের উপাস্য এবং কোন দেবতার সাধনা তিনি করেন না। তিনি স্বয়ং সাধ্য, সাধক নহেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির ম্লান দীপশিখা নির্বাপিত হতে চলেছে। মানুষের পাশববৃত্তিগুলি তীক্ষ্ণ নখদন্ত বিস্তার করে জীবনে সত্য; শিব ও সুন্দরকে নির্বাসন দিতে চলেছে। বিশ্বগুরু ব্রজানন্দের আদর্শ মানুষকে সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতার সন্ধান দেয় ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সহায়ক হয়। দুঃখভার জর্জ্জরিত পৃথিবীতে যুগাবতার ব্রজানন্দ নূতন আলোর দিশারি।

"গুরুধাম" গুরুধামের মুখপত্র। পরম পুরুষ ব্রজানন্দের জীবনলীলা, দর্শন ও নূতন বিশ্বধর্ম প্রচারকল্পে ভক্ত-শিষ্যগণের লিখিত বিভিন্ন আলোচনা ও গুরুধামের কার্য্যক্রম প্রকাশিত করাই **"গুরুধাম"** সংকলনের উদ্দেশ্য।

গুরুধাম হতে প্রকাশিত **"গুরুধাম"** পত্রিকা গুরুদেব ব্রজানন্দের ভক্তশিষ্যগণের সম্মিলিত প্রথম প্রচেষ্টা এবং সেই হেতু এই সংখ্যায় নানা ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আশা করি, ভগবান ব্রজানন্দের কৃপায় এবং সকলের সাহায্য ও সহযোগিতায় আগামী দিনে **"গুরুধাম"** পত্রিকা ত্রুটিমুক্ত হয়ে নূতন কলেবর লাভে সমর্থ হবে।

গুরুদেব ব্রজানন্দের পূণ্য আশীর্ব্বাদে ও সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় **"গুরুধাম"** সংকলনের জয়যাত্রা সফল হউক। ইহাই ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা।

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ।

পরিমল কুমার দাস
সম্পাদক, "গুরুধাম"

গুরুধাম

বলানন্দ ব্রহ্মচারী

আমি একজন দীন পূজারী—যুগাবতার শ্রীশ্রীব্রজানন্দের পূজা করি। তিনি আমার ধ্যান ও জ্ঞান। আমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীব্রজানন্দের সেবা করি ও গুরুধামের দৈনন্দিন বিভিন্ন কার্য্যের গুরুভার সুষ্ঠুভাবে নিস্পন্ন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমার কাজের যেকোন ত্রুটি আশাকরি ভক্তশিষ্যগণ আপন আপন ঔদার্য্যের দ্বারা ক্ষমা করবেন। আমি সুনিশ্চিত যে এই মহতী কার্য্য সুনিপুন রূপে সম্পন্ন করতে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করব।

বিশ্বপিতা ব্রজানন্দ ভক্তবৎসল। তিনি সকল সময়ই ভক্তশিষ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন এবং তাহার আশীর্ব্বাদ যুক্ত করুণা ধারা ভক্তশিষ্যগণ লাভ করে দুঃখসাগর অনায়াসে অতিক্রম করতে সমর্থ হন। কিন্তু তাহাকে লাভ করতে হলে আমাদের অকুণ্ঠ ও দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের অহং ত্যাগ করে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মঙ্গলময় ব্রজানন্দ কোন প্রকৃত ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। কল্পতরু ব্রজানন্দের পাদপদ্ম লাভের জন্য ডাকার মত ডাকতে হবে।

গুরুধাম বিশ্বের সকল ধর্মের কোলাহল শান্তিপূর্ণ সমন্বয়ের কেন্দ্রস্থল। বিশ্বের সকল মানবের হিতাকাঙ্খী এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র **"গুরুধাম"** ব্রজানন্দের নাম মাহাত্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল। গুরুদেব শ্রীশ্রীব্রজানন্দের আশীর্বাদ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় **"গুরুধাম"** পত্রিকা দীর্ঘজীবী হয়ে বাংলা দেশে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

শ্রীগুরুবন্দনা

তরণীকান্ত বসু

গুরুদেব কৃপা কর, আমি অজ্ঞ মহামূঢ় ;
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ভোলামহেশ্বর।
তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি হে পুরুষোত্তম ;
তুমি নরনারায়ণ, তুমি সর্বশুভঙ্কর।
তুমি স্থিতি, তুমি প্রলয়, তুমি অজ, তুমি অব্যয় ;
তুমি নিত্য সনাতন, পরব্রহ্ম পরাৎপর।
তুমি রাধা, তুমি গোবিন্দ, বুড়াশিব ব্রজানন্দ
তুমি আদি, তুমি অন্ত, প্রেমময় সুধাকর।

প্রার্থনা

শ্রীমাখনলাল শীল

ধন্য হ'ল গুরুধাম (প্রভো) তোমার শুভ পদার্পণে
ধন্য হলেম আমরা সবাই, তোমার চরণ পরশনে॥
তুমি যে ভকত বন্ধু, প্রেমের অতল সিন্ধু ;
তোমার প্রেমের একবিন্দু দিয়ে, ধন্য কর ভক্তগণে॥
তুমি যে আনন্দ খনি, করুণার শিরোমণি ;
ডুবাও মোদের আনন্দ রসে, এ মিনতি শ্রীচরণে॥
আবরা ভকতিহীন, জ্ঞানহীন অতিদীন ;
মতি দিয়ে শ্রীচরণে, বাঁচাও অধম সন্তানে॥
বহুদিনের অদর্শনে ম্রিয়মান ভক্তগণে,
কৃপা ক'রে দিও দেখা, তোমারি শুভ আগমনে॥
ধন্য হলেম আমরা সবাই প্রণাম জানাই শ্রীচরণে॥

ব্রজানন্দ বেদবাণী

(ভগবান ব্রজানন্দের দৈনন্দিন উপদেশ বাণী হইতে সংগৃহীত। কথ্য ভাষা হইতে লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত মাত্র।)

১। সত্যাশ্রয়ী হও। সত্যই জ্ঞানের উৎস-শক্তির-অঙ্কুর—নিষ্ঠার হেতু—তৃতীয় নয়ন।

২। সত্য—প্রেম—পবিত্রতা—ভক্তি—বিশ্বাস সংসার-জীবন, ধর্ম্ম-জীবন সহজ-সরল-সুন্দর করে।

৩। দেব দর্শনে পাপ ক্ষয় হয়, অমঙ্গল দূর হয়। ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে দর্শন করতে হয়।

৪। শরণাগত প্রতিপালক। যে আমার শরণ নেয়—আমি তার প্রতিপালন করি।

৫। ভক্ত আমার প্রাণ—ভক্তকে রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম—ভক্তের মুক্তি আমার জীবন বেদ।

৬। ব্রজানন্দ মানুষ-ভগবান। ভক্তি-বিশ্বাস-অনুভূতি চাই। যদি আর কিছু মনে কর, মহাভুল করবে।

৭। ভগবান জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, নির্বাহ কর্ত্তা। ব্রজানন্দ জীবন্ত ভগবান। দর্শন ঠিক রাখ। অন্যকিছু ভেবনা।

৮। মাতৃভক্ত হ'লে সংসার স্বর্গরাজ্য হয়। মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করবে।

৯। ব্রজানন্দ মহাকালী। ভক্ত নানা ভাবে আমাকে দর্শন করে। যার যেমন ভাব। কখনও শ্যামা-কখনও শ্যাম-ব্রজানন্দ শিব-রাম।

১০। এক কথায় সর্ব্ব ধর্মের সমন্বয়ে ব্রজানন্দ ধর্ম। ধর্মের সমন্বয় সাধন ব্রজানন্দের আবির্ভাবের হেতু।

১১। আমি তুষ্ট হ'লে তোমার ইহকালে সুখ-পরকালে পরামৃত লাভ।

১২। মায়ায় আবদ্ধ হইও না। আমাকে সাথী করে সব করবে। সংসার করবে ব্রজানন্দের সংসার। সে সংসার হবে ত্যাগীর সংসার—ভোগীর সংসার নয়।

১৩। হিংসা দ্বেষ বর্জিত প্রাণ শান্তির প্রস্রবন। হিংসা দ্বেষ বর্জিত হও।

১৪। কর্ম্মই বন্ধন। কর্ম্ম-বন্ধন মুক্ত হও। কর্ম থাকতে উদ্ধার নাই। কর্ম ক্ষয় কর মুক্তি করায়ত্ব হবে।

১৫। বৈদ্য নারায়ণ হরি—তার স্মরণ লও। রোগমুক্ত হ'বে।

১৬। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় সবার উপরে ব্রজানন্দ ভগবান।

১৭। বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতা তামসিক। অহং প্রতিষ্ঠা।

১৮। রাজ ধর্ম প্রজা পালন, প্রজা পীড়ন নয়, অশির বলে শাসন নয়।

১৯। নাম কর। নামের মধ্যেই সব কিছু আছে। আমার কাছে যা আছে নামের কাছেও তাই আছে। নাম অক্ষর বিশেষ মনে করনা, নাম মূর্ত্তিমান মনে রাখবে।

২০। শান্তি আশীর্ব্বাদ অমোঘ। অশান্তি থাকেনা।

২১। নাম নামি অভেদ। নাম নিয়ে থাকতে হয়। আমাকে যা দিবে নামের কাছে দিলেই আমি পাই। গুরুত চিরদিন থাকেনা। নামই চির সত্য, নাম কর। নাম নামি অভেদ।

২২। আমা হতে যা পাবে এই আসন হ'তেও তাই পাবে। জীব-জগতের কল্যাণের জন্যই আসন প্রতিষ্ঠা। আসনই অনন্তকাল থাকবে।

২৩। শক্ত করে বাক্য ধর সত্বর ফল পাবে, ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বাক্য পালন করবে।

২৪। ব্রজের ভাব-ভক্তি তোমার আদর্শ। এর কাছে আর কোন ভাব-ভক্তি লাগে না। যশোদার স্নেহের পুতুল। সেখানে আর ভগবান থাকেনা। বাৎসল্যভাব।

২৫। বেদে নাই ভাগবতে নাই। ব্রজের ভাব ভক্তি সবার উপরে, তুমি আমার আমি তোমার। ওঁ পরমাত্মণে নমঃ ওঁ ব্রজানন্দায় নমঃ তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট ব্রজের ভাব। (ক্রমশঃ)

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

(ভোগারতি ভজন)—শ্রীরমণীমোহন দাস

ভজ গোপাল গোবিন্দ ব্রজানন্দ হরি।
ব্রজানন্দ বুড়াশিব মুকুন্দ মুরারি।
ভজ ব্রহ্ম ব্রজানন্দ নিত্য নিরঞ্জন,
গৌরহরি বাসুদেব রাম নারায়ণ।
সদ্‌চিদানন্দ নব যুগ অবতার
হরিবারে ভবভার এল এই বার।
একে তিন তিনে এক প্রভু ব্রজানন্দ,
বিতরেন বিশ্বজীবে শান্তি ও আনন্দ।
ত্রিপুরানন্দের সুত ভজ ব্রজানন্দ ;
দূরে যাবে ভবভয় দুঃখ নিরানন্দ।
বসিলেন ব্রজানন্দ নিতে ভোগারতি ;
ভোগথালা হাতে আসে ভক্ত ভক্তিমতী।
চারিদিকে জমে ভীড় ভক্ত সমাবেশে,
ভক্তিভরে দেখে সবে মনের হরষে।
স্বর্গহতে দেবগণ করি আগমন
ভোগারতি মহাপূজা করে দরশন।
প্রেমানন্দে গাহে সবে ভোগারতি গান ;
কাঁসি খোল করতাল মাতায় পরাণ।
মধুর প্রভুর হাসি ভুবন ভুলায় ;
ভক্তপ্রাণে ভক্তিরস উথলিয়া যায়।
ভোগের সামগ্রী যত করি আস্বাদন
সেবা অন্তে ব্রজানন্দ করে আচমন।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মাখি মাধুকরী,
'প্রসাদ' 'প্রসাদ' ধ্বনি দেন কৃপা করি।
নিজহাতে দয়াময় প্রসাদ বিতরে ;
প্রসাদ লইয়া সবে প্রণিপাত করে।
ভোগারতি লীলারস আস্বাদন করি'
জনম সফল ভাবে ভক্ত নরনারী।
ভোগারতি শেষ হল, যত ভক্তগণ
জয়ধ্বনি হুলুধ্বনি দেয় ঘন ঘন।
"ভগবান ব্রজানন্দজীউকি জয়।"

লক্ষ্মীপূর্ণিমা। ২৪-১০-৬৯ (৭-৭-৭৬ বাং)

শ্রীশ্রীব্রজানন্দ বন্দনা

শ্রীমতী রেখা সাহা

(১)

জগতের হিতে যাঁর শুভ আগমন,
দুষ্টের দমন আর সাধুর পালন।
মহাতপস্যায় যাঁর সর্ব সিদ্ধি লাভ,
জীবের মহামুক্তি তরে তাঁর আবির্ভাব।

(২)

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান,
প্রজার পালনে যাঁর আদর্শ মহান্।
নর-বানরের করি একত্র মিলন,
সবংশে রাবণকুল করিলা নিধন।

(৩)

ভূভার হরিতে এলে দ্বাপরের শেষে,
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বেশে।
সনাতন ধরমের করি সংস্থাপন,
ভারতে অখণ্ড ধর্ম করিলা স্থাপন।

(৪)

কলিতে গৌরাঙ্গ প্রভু প্রেম অবতার,
জ্বলন্ত সন্ন্যাস আর বৈরাগ্য আচার।
তাপদগ্ধ জীবকুল উদ্ধারের তরে,
হরিনাম বিলাইলা প্রতি ঘরে ঘরে।

(৫)

গৌরলীলা অবসানে করেছিলে প্রতিশ্রুতি দান,
তাই এবার এলে ধরায় প্রেম-ভক্তি করিতে প্রদান।
জীবন্ত মূরতি তুমি সুমঙ্গল শিব-অবতার,
ভগবান ব্রজানন্দ, তব পদে প্রণাম আমার।

জয় ব্রজানন্দ হরে

তরণীকান্ত বসু

আজ এই মহাপুণ্য অপরাহ্ণে সর্বাগ্রে আমাদের প্রাণের দেবতা প্রিয়তম গুরুদেব শ্রীশ্রীব্রজানন্দের শ্রীশ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্
একম্‌নিত্যম্‌বিমলমচলম্ সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতম্ সদ্‌গুরুং তং নমামি।

এই শুভপুণ্যাহে আমাদের আপনজন গুরু ভাই-বোনদিগকেও ভক্ত ভাই-বোনদিগকে শুভ ৺বিজয়ার অকুণ্ঠ আন্তরিক প্রীতি—শুভেচ্ছা ও বিনম্রসশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জানাই। তাহাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি, আনন্দের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অটুট থাকুক—আমাদের অন্তরের এই প্রার্থনা পরমপূজনীয় গুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণে রইল।

১। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য : ব্রজানন্দ গুরুধাম সংঘ

আমাদের শত শত গুরুভাইবোনদের ও ভক্তদের মধ্যে পরিচয় গ্রন্থি নাই; ফলে আমরা পরস্পরকে চিনি না—পরিচয় নাই বলিয়া আমরা পরস্পরের সুখ দুঃখে বিচলিত হই না। সুখে হর্ষ প্রকাশ, দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করি না। সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্বভাবের শোচনীয় অভাব পরিস্ফুট। ইহা আমাদের গুরুদেবের বাণী ও উপদেশের পরিপন্থী। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—ব্রজানন্দের আদর্শ ও বাণী অনুযায়ী শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে একটা উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা—যাতে আমরা সুসংগঠিত, সুসমাহিত, সুসংহত এক বিরাট ব্রজানন্দ গুরুধাম সংঘরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিতি লাভ করিতে পারি।

২। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতা

ব্রজানন্দের শত শত শিষ্য ও ভক্তগণকে একত্রীভূত করে একটি বিরাট ব্রজানন্দ গুরুধাম সংঘ গঠনের সার্থকতা অনস্বীকার্য্য ও অবিসংবাদী। সেই সংঘের বা সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সুপরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে পারিলে যাহা অসাধ্য, অসম্ভব বা দুর্লভ বলিয়া মনে হয়, তাহাও সহজসাধ্য ও অনায়াস-লভ্য হইবে। ব্রজানন্দ সংঘের মধ্যে যে শক্তি নিহিত ও সঞ্চিত আছে, উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারিলে সেই শক্তিকে সিদ্ধির পথে সহজেই প্রবাহিত করা সম্ভব হইবে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কত বৃহৎ ও মহৎ প্রয়াস ও পরিকল্পনা নিস্ফলতায় ও ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে অতীতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সুতরাং গুরুধামে একটা বলিষ্ঠ উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি না হইলে বদ্ধ জলাশয়ের মত গুরুদেব ব্রজানন্দের পবিত্র নাম ও জীবনাদর্শ কালক্রমে নীরস হইয়া ব্রজানন্দের অগণিত ভক্ত ও শিষ্যদের ধর্ম-জগতে শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত ও অবিসংবাদিত।

৩। উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?

এ সম্বন্ধে পরমপূজ্য গুরুদেবের উপদেশবাণী স্মরণীয়। তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে—আমাদের সকল ব্যবহারে মনের সঙ্কীর্ণতার ও ক্লিষ্ট গতিকে উদার ও সম্প্রসারিত ভাবে ও স্বচ্ছন্দ সরল গতিতে পরিণত

করিয়া দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পরমপূজ্য ব্রজানন্দের পবিত্র ভাগবতজীবনের দৈবশক্তির গভীর অনুপ্রেরণা হইতে আমাদের সেই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে ব্রজানন্দের বিরাট ভাবের অভ্যুদয়ের আভাস আমাদের জীবনে অবভাসিত হইতে পারে। জীবনের প্রতি স্পন্দনে আছে যে ব্রজানন্দময় বিরাটের ছন্দ, সেই ছন্দের তালে তালে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—গুরুদেবের অনুশাসনকে পথিকৃৎ করিয়া জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া শিবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আধ্যাত্মশক্তি আয়ত্বাধীন করিয়া অন্তরের সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিবভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

পরম করুণাময় পুরুষোত্তম ব্রজানন্দ ইহার পথও প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার অমৃতময় অমর বাণী গুরুধামের প্রতি প্রাচীরে অবিরত প্রতিধ্বনিত রহিয়াছে। "আমি এখানে ম্যাজিক দেখাতে আসিনি। আমি কৌপিনধারী কাঙ্গাল ফকির। কিন্তু তোমরা অনেক আশা করে এসেছ আমার কাছে, বিমুখ হবে না। নিশ্চয়ই মনের আশা পূর্ণ হবে। আমার এই চরণে সব কিছু আছে। তবে তোমাকে বিনিময় করে নিতে হবে। ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, ত্যাগ প্রভৃতি নিয়ে এসে এই চরণে রাখ, তারপর তোমার অভীপ্সিত যা কিছু নিয়ে যাও। তখন তোমার জীবভাব নাশ হয়ে শিবভাবের প্রতিষ্ঠা হবে। শিবভাবের প্রতিষ্ঠা হলেই তোমার ইচ্ছা হবে অপ্রতিহত, ক্রিয়াশক্তি অদমিত, জ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত ও মোহান্ধকার দূরীভূত। ব্রজানন্দ-ভক্ত বিপদের শিরে পা দিয়ে চলে যায়, সকল কাজে সাফল্যলাভ করে।

তাহ'লে, উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করতে হলে আমাদের মধ্যে চাই ব্রজানন্দের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, অব্যভিচারিণী ভক্তি ও অবিকৃত অচল অটল বিশ্বাস আর চাই ব্রজানন্দ আদর্শে পরিপুষ্ট উদার হৃদয়। এই সমস্ত দৈবীগুণাবলীর অনুশীলন, চর্চ্চা ও আয়ত্ত্ব করবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এই গুরুধাম, যে পবিত্রস্থানে ব্রজানন্দ সংঘ সম্মিলিত-ভাবে ভগবান্ ব্রজানন্দের চরণে পূজার্ঘ্য প্রদান করে, ব্রজানন্দের মহিমা ও গুনকীর্ত্তনাদি করিয়া ঐ সমস্ত দৈবীগুণাবলীর অধিকারী হইয়া দশের হিতসাধন করিয়া ধরণীর বুকে শান্তিধ্বজা উড্ডীয়মান রাখিতে সমর্থ হইবে।

এই মহান উদ্দেশ্যে আমাদের পরম দয়াল বাবা এই গুরুধাম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং আজ ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। আমাদের এই পবিত্র গুরুধাম পুণ্যতীর্থ গয়াধাম সদৃশ। এই দিব্যতীর্থ গয়াধামে শ্রীশ্রীগদাধরের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম দর্শনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মনপ্রাণ অকৃত্রিম বৈরাগ্যরাগে অনুরঞ্জিত হয়েছিল। সেই বৈরাগ্য উৎস হতে ভগবদ্‌প্রেমের মন্দাকিনীধারা বিশ্বমানবকে প্লাবিত করেছিল। যাদের প্রেমভক্তি, বিশ্বাস বৈরাগ্য ও ঐহিক ও পারত্রিক অভীষ্টপূরণ কাম্য, এই পবিত্রতীর্থ-গুরুধামে বুড়াশিব-ব্রজানন্দের শ্রীশ্রীপাদপদ্ম দর্শনে, স্পর্শনে মননে আরাধনে ও কীর্ত্তনে—তাহা যে সহজলভ্য হবে—ইহা সন্দেহাতীত। লঘুচরণে সুঠাম শান্তপদক্ষেপে পবিত্র প্রশান্ত মন নিয়ে গোলকধামপ্রতিম গুরুধামমন্দিরে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই যে অনুভূতি হবে, সেটি হয় দিব্যশান্তির। ইতিহাস প্রসিদ্ধ যশোহররোডের এই পবিত্র মন্দির নির্মাণের পিছনে যে ইতিহাস আছে তাহা হয়ত অনেকেই অবিদিত নহেন। তবে এই মন্দির নির্মাণ কার্যের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—তাহা বলা এখানে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতীয় মন্দিরের অপূর্ব গঠনভঙ্গী ও ভাবধারা—ইহার বিচিত্র শিল্প কলা কৌশল বহুদেশের স্থাপত্যে অনুকৃত হইয়া সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই মন্দির নির্মাণেও সেই শিল্পের কিছুটা প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু ইহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—যাহা, এই মন্দিরের কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের প্রতিভার স্বকীয় সৃষ্টি—শিল্পকলার ভাবময় ঐতিহ্যটিকে

আপন শিল্পবোধের ছাঁচে রূপায়ণের ঢালার অভিব্যক্তি—ইহার মৌলিকত্ব আছে—অভিনবত্ব আছে—ইহা নিছক অনুকরণ নহে। এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য অনেক শিল্পীর বিস্ময়োৎপাদন করেছে বললে অত্যুক্তি হইবে না।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় এইরূপ সুন্দর পবিত্র কত দেবদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণকেও হীন-স্বার্থতন্ত্র কলুষিত করিতেছে কতশত শতাব্দীর জল ঝড়ঝঞ্ঝা বাতাসে কতকিছু ধুইয়া, মুছিয়া ও উড়িয়া অবলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছে কিন্তু মানুষের হীন স্বার্থতন্ত্রের গোপন আঙিনাতে নারকীয় ও পৈশাচিক অনাচারের তাণ্ডবনৃত্য সর্বদাই চলিতেছে,—কোনদিনই বোধ হয় নিশ্চিহ্ন হবে না—ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার, মনে হয় ইহাই ভগবানের লীলা—আলোর পাশেই অন্ধকার। বাবা ব্রজানন্দ, তোমার এই গুরুধামের পবিত্র মন্দিরকে চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিও—তোমার চরণে আমাদের সমবেত ভক্ত-শিষ্যের এই করি মিনতি।

গুরুধামের কাজ বাড়িতেছে—গুরুধামের কর্মের শাখা প্রশাখা দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত প্রত্যহ দরিদ্রনারায়ণ সেবা ইহার প্রধানতম। কিন্তু কর্মীর সংখ্যা অত্যল্প—নিষ্কাম কর্মী বিরল। গুরুধাম সন্ন্যাসীদের গুরুদেব ব্রজানন্দের জীবন আদর্শ ও জীবনদর্শনকে সম্মুখে রাখিয়া এমন আদর্শে জীবন যাপন করিতে হইবে যেন তাঁহাদের সুন্দর ও মধুময় জীবন দেখিয়া লোকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট ও তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। ত্যাগ ও নিষ্কাম সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। যদি রক্ত সতেজ, নির্মল ও সুস্থধারায় প্রবাহমান থাকে, তবে শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মঠ থাকে ও দেহে রোগ বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে না। নিষ্কাম সেবা, সৎচিন্তা ও সৎসঙ্গ সতেজ শোণিতস্বরূপ। সেই সুস্থ সতেজ শোণিতধারা আমাদের সকল কর্মে প্রবাহিত হলে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য সুনিশ্চিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর, তিনজনে একসঙ্গে কাজ করিতে পারি না"। বর্ত্তমানে সমাজের এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমাদের সর্বস্তরে মনে রাখিতে হইবে—গুরুদেবের জীবনপ্রদ বাণী এবং নিষ্ঠার সহিত অবহিত চিত্তে অনুসরণ করিয়া আমাদের উন্নত হইতে হইবে।

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশির নাহি ভয়"।

সর্বশেষ, আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টাকে উপহাসাস্পদ ও বানচাল্ করার লোকের অভাব নাই. সুতরাং আমাদিগকে আরও দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধভাবে এই মহৎকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এরূপ সুন্দর অনুষ্ঠানগুলি পরিহার না করিয়া আমরা যেন এগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধির চেষ্টা করি। গুরুর কৃপা আমাদের সুবুদ্ধি দিয়া সর্বকলুষমুক্ত করুক। তাঁহার প্রখরদৃপ্ত দৃষ্টিতে সমস্ত অশুভ-শক্তি দমিত ও লয়প্রাপ্ত হউক।

অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে,
ব্রজানন্দের দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥

দ্রঃ শ্রীশ্রী ব্রজানন্দের ভক্তশিষ্যবৃন্দের বিজয়ার প্রথম প্রীতি সম্মেলনে লেখকের ভাষণ।

A Glimpse into My First Impression

ABOUT GURUDEVA BRAJANANDA, MAN-GOD

Tarani Kanta Basu

It is indeed an inconceivable divine blessing bestowed on my humble-self to be associated with His Most Exalted Holiness Srimad Swami Brajananda Mahaprabhu for about a quarter of a century. At the very first sight of His serene, calm and tranquil god-like appearance, I was deeply impressed when His Holiness appeared without our knowledge and knocked at the door of my residence at Ballygunge about twenty five years ago, uttering 'SIVA AHAM'. I was completely bewildered to see Him as I could not recognise Him. (as I did not see Him before) I Then called out my wife to see the god-like Person who was uttering "SIVA AHAM" In a hurry my wife came and cried out in great joy, "BuraSiva Brajananda, How fortunate we are Brajananda Baba Himself has come" My wife at once fell at His feet and asked me to bowdown at His feet. I became hesitant. My wife then cried out "Why do you hesitate ? Brajananda Baba is GOD SIVA INCARNATE. HE is not Man". Strangely enough, within a few days I saw His Holiness for the first time, He appeared before me in a vision as God Siva, and said "I am God Siva known as Bura Siva. I have come down again on earth to remove the sufferings of humanity and spread my Love and Peace Message. His Holiness then began chanting the most remarkable sloka from the Gita.

"Whenever there is decline of righteousness and there is predominance of unright eousness, I make my appearance. For the protection of the righteous, for the destruction of the sinful and for the regeneration and establishment of truth and righteousness, I humanise my Divine Self in every age".

In consecutive three nights His Holiness as God Siva appeared before me in a vision and advised me to remove my doubt about His Human Identity and have implicit faith in His Divinity of SIVA. I began to ruminate on the above thought "IS HE MAN-GOD ? Has Sree Krishna appeared again as Brajananda to substantiate the immortal saying of Sree Krishna in the above sloka of the Gita.

One day, when I was lonely brooding over such thoughts, I suddenly fell into a sort of trance and heard a voice saying : Take DIKSHA Quickly (Ritual initiation with mantras by a preceptor) from Brajananda and overcome all troubles". All these miraculous events happened within a month or so and frightened me so much so I carried out all that was required of me immediately.

Subsequently, within a year the series of miraculous events that took place in quick succession in my family convinced me without a jot of doubt that His Holiness was none but BURA SIVA HIMSELF. It may sound absurd and incredible. But this miracle, though not unique in its kind in Indian myths and legends, tends to reveal the fact that such a holy communion with the Supernatural Being in a vision or a dream is the product of individual perception born of intuitive introspection, and admits of no interpretation or

expression as it is extremly abstruse. Faith is the only vehicle for conveying it to others. To my mind, it is a "Revelation". 'Truth is stranger than fiction'.

To cut short, after my initiation, His Holiness enjoined on me to lead a life of renunciation and abstention as far as possible for a worldly man with secular duties to perform.

"The value of Nama Sankeertan can never be overemphasised. Where there is NAMA SANKEERTAN, there is God as God's name is inseparable from Him. God is realisable through NAMA SANKEERTAN. God's name has infinite power inherent in it. Chanting and singing of God's Name with deep concentration of mind is a dynamic force which can work wonders in the world. It washes away all impurities from mind which becomes crystal clear to absorb the reflection of the Supernatural. God's name is the only panacea for destroying the evils in man and for establishing perennial peace in mind. So, Baba, you go on singing Brajananda's Name in season and out of season."—One sunday His Holiness was saying in this strain in my residence. All on a sudden He got up from His Ashan (Seat of Deer skin) and began to dance with His two arms raised upwards in an ecstasy of celestial joy in front of the Deity "Sri Radha Krishna" 'singing. "Jai Brajananda, Jai Brajananda, Jai Brajananda Jai, Haray, Haray" and I felt as if "Radhakrishna" being one—merged in "Brajananda" gave a practical demonstration—how to sing God's Name. It reconfirmed my conviction :

BRAJANANDA IS GOD BURASIVA HIMSELF CAMOUFLAGED AS A MAN.

"More things are wrought by prayer, Horatio,
Than your idle philosophy dreams of."

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের ঢাকা যাত্রা

৮ই ভাদ্র, সন ১৩৭৬, (২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯ ইং)

উপেন্দ্রবিনোদ সেন

শ্রীশ্রীঠাকুর অদ্য সোমবার ৮ই ভাদ্র, সন ১৩৭৬, (ইং ২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯), কলিকাতাস্থ-বাঙ্গুর এভিনিউ "গুরুধাম" থেকে ঢাকাস্থ "বুড়াশিব-গুরুধামে" রওনা হচ্ছেন। সকাল ১০-৩০ মিনিটে বাল্যভোগ গ্রহণ এবং একে একে সকলকে প্রসাদ বিতরণ ও আশীর্বাদ করার পর তিনি দোতালায় শয়নকক্ষে উঠে যান। বেলা ১১টার সময় উপর থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে ধামের সামনে অপেক্ষমান মোটরের নিকট এসে বলে উঠলেন "বল একবার গুরু মহারাজ কি।" সঙ্গে সঙ্গে অগনিত ভক্ত দর্শনার্থীরা সমস্বরে বলে উঠলেন,—"জয়"। ঠাকুর মোটরে উঠে বসেন। ঠিক ১১টা বেজে ১০ মিনিটের সময় মোটর ছেড়ে দেওয়া হয়। তার ৫মিনিট পরে ভক্তদের রিজার্ভ বাসখানা ছেড়ে দেওয়া হয়। সকাল ১০টা থেকে 'গুরুধামের' সামনে এনে রাখা হয়েছিল। বাসের সমস্ত আসন পূর্ণ হয়ে যাওয়ায়, নীচে ২খানা সতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়। প্রথমে ঠাকুর গাড়ী নিয়ে নাগের বাজারে অমূল্যদার বাড়ীতে যান। গাড়ী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, আমাদের বাসখানা নাগের বাজারের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ঠাকুরের গাড়ী ফিরে এল প্রায় ১১-২৫ মিনিটে। ১ মিনিট পর উক্ত মোড় থেকে প্রথমে ঠাকুরের গাড়ী এবং পিছনে আমাদের বাসখানা বনগ্রাম হিন্দুস্থান সীমান্তের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রায় দুমিনিট যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য আবার আমাদের বাসখানাকে থামাতে হয়। কারণ মোটরে পেট্রোল নেবার দরকার ছিল। ১১টা ৩০ মিনিটের সময় মোটর এবং বাসখানা আগে-পরে করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবার বাসের মধ্যে খোল, করতাল ও কাঁশি যোগে নাম কীর্ত্তন বেশ ভালরূপে জমে উঠে। এই নাম কীর্ত্তনে আমরা সকল যাত্রীরাই যোগদান করি। রমণীদার নানাপ্রকার মধুর ধ্বনিতে এ যাত্রাকে আরও সুমধুর ক'রে তোলে। বারাসাতের পর আমাদের নামকীর্ত্তন আরও জমে উঠে। সুধীরদা ও শ্যামদার নেচে নেচে নামকীর্ত্তনে ভক্তদের প্রাণে এক স্বর্গীয় ভাব এনে দেয়।

এই সময়ে বারাসাত থেকে বনগ্রাম পর্য্যন্ত বাস ষ্ট্রাইক করেছিল বলে কয়েক জায়গায় স্থানীয় লোকেরা আমাদের বাসখানাকে থামিয়ে দেয়। প্রথমে অশোক নগরের আগে—ওখানকার লোকেরা আমাদের বাস-খানাকে ভাড়া খাটানোর অজুহাত দেখিয়ে থামিয়ে দেয়। আমরা আমাদের নিজেদের বাস বলে প্রমাণ দেখাই, এবং আমাদের 'গুরুমহারাজের' সঙ্গে বনগ্রাম সীমান্ত পর্য্যন্ত যাব ও আবার ফিরে আসব বলায় ওখানকার লোকেরা আমাদের রাস্তা ছেড়ে দেয়। প্রায় ১২টায় আমরা অশোক নগরএ পৌছি। এখানে গাড়ী ও বাসখানা ১৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট থামান হয়। রাস্তায় যাত্রীদের জল পানের জন্য, গুরুধাম থেকে ২টী জলের পাত্র ও একটী গ্লাস সঙ্গে করে এনেছিলাম। বাসের অধিকাংশ যাত্রীরাই এখানে জল পান করে তাঁদের পিপাসা নিবৃত্তি করেন। অশোকনগর থেকে আরও পাচ, ছয়জন গুরুভাই-বোন আমাদের বাসের সহযাত্রী হলেন। অবশ্য আগে থেকেই তাঁরা তাঁদের আসন সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন। আমাদের চলমান বাসকে আরও ২।৩ জায়গায় থামিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় এরূপ উৎপাত হতে থাকায়, বনগ্রাম বাস ষ্ট্রাইকের সম্পাদক মহাশয়কে একজন ভলান্টিয়ার আমাদের সঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি

একজন লোক আমাদের সঙ্গে দেন, যাতে আমাদের বাসখানা রাস্তায় আর কেউ না আটকায়। এরপর রাস্তায় আমরা আর কোনও বাধার সম্মুখীন হই নি।

ঠিক দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিটের সময় আমাদের বাসখানা হরিদাসপুর সীমান্তের মিলিটারী-ঘাটির নিকট দাঁড় করান হয়। এর কিছু সময় আগে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের মোটরখানা সীমান্তে পৌঁছে গেছিল। মিলিটারীদের কাছ থেকে বাসসহ সীমান্তে যাওয়ার অনুমতি না পাওয়ায়—ওখানে বাস ও ড্রাইভারদের রেখে আমরা সকলে হেঁটে সীমান্তে চলে যাই। অপরাহ্ণ ২টার সময় আমরা সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাই। হরিদাসপুরের দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। রাস্তার উভয় দিকে সবুজ ধান ও পাটক্ষেত এবং বড় বড় বৃক্ষরাশি সমস্ত পথটাই সুশীতল করে রেখেছে। সীমান্তের নিকট শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্য এইরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় একখানা চেয়ারে বাঘছাল দিয়ে আসন করে দেওয়া হয়। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর উপবেশন করেন। বিস্কুট, সন্দেশ ও চা 'প্রসাদ' সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একে একে আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সুমধুর উপদেশামৃত শ্রবণ করে আমরা তাঁহার বিরহব্যথা ভুলবার চেষ্টা করি। এর মধ্যে দু একবার আমরা সমস্বরে 'গুরুমহারাজ-কি-জয়' বলে ওখানকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলি।

বরাহনগর থেকে মদন পাল মহাশয়ের কাকা, কাকীমা, ২।৩ জন ছোট ছেলে মেয়ে এবং আমাদের গুরুভাই ধীরেনদার স্ত্রীও গুরুমহারাজের সঙ্গে পাকিস্তানে যাচ্ছেন। সকলের পাসপোর্টগুলি পরীক্ষার জন্য সীমান্ত অফিসারের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ততক্ষণে আমরা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট এই প্রার্থনা করলাম যে, যথাশীঘ্র অর্থাৎ আগামী মাঘী পুর্ণিমার তিথিতে যেন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনলাভ থেকে বঞ্চিত না হই। এর উত্তরে গুরুমহারাজ বল্লেন:—"আমি বর্ত্তমানে বিশ্বাসী, ভবিষ্যতের নয়। দেখ! এই বৃক্ষের তলায় আসন পেতেছি। আমি কোনও ভক্তের মনোবাসনা অপূর্ণ রাখি নাই।" ইত্যবসরে অফিসার মহাশয় গুরুমহারাজের সামনে এসে বল্লেন! 'এবার আপনি এগিয়ে আসুন'। ২-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন এবং নিজেই ধ্বনি দিলেন, "বল একবার গুরুমহারাজ কি !!" আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম 'জয়'। গুরুমহারাজ কি !! জয় !! গুরুমহারাজ কি !!! জয় !!!" এ'বলে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গুরুভাই শ্যামনন্দী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গুরুমহারাজের শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে আশীর্বাদ নিলেন। অফিসার মহাশয় আমাদের যাত্রীদের থেকে মাত্র একজনকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শেষ-সীমান্ত পর্য্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেন।

শ্যামনন্দী মহাশয় গুরুমহারাজের সঙ্গে ভারতের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত গেলেন। সীমানার শেষ প্রান্তে গিয়ে গুরুমহারাজ আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, এবং হাত তুলে প্রায় এক মিনিট আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর ঢালু রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে ওপারের কাস্টম অফিসে ঢুকে গেলেন। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বাসের আসন গ্রহণের জন্য এস্থান থেকে চলে গেছেন। আমরা বাকী যারা ছিলাম পুনরায় শ্রীশ্রীগুরুজীর দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভের জন্য অধীর আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁহার বিরহ-ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অনেকের চোখে জল দেখা দেয়, এবং কেহ কেহ ফুঁপিয়ে কেঁদেও উঠলেন। প্রায় ১৫ মিনিট পরে ওপারের অফিস ঘর থেকে গুরুজী বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে ঠিক পূর্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমাদের সকলকে দর্শনদান ও আশীর্বাদ করলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে ঢালু রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অপরাহ্ণ ৩টা বেজে ২ মিনিটের সময় আমরা এই হরিদাসপুর সীমান্ত থেকে বাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের বাসের মধ্যে এসে উপস্থিত হলাম।

এখানে চা-বিস্কুট ও জল পান করা হল। সকল যাত্রীদের বাসের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে অনেকেই আসন না পেয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এর জন্য ছোটদের সকলকে আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। সেই অনুরোধ রক্ষা না হওয়াতে অনেকেই এই ৬০ মাইলের অধিকাংশ পথ দাঁড়িয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার। এখানে আমি সকল ভাই-বোনদের অনুরোধ করছি যে ভবিষ্যতে যেন এরূপ ঘটনা আর না ঘটে। এতে ছোট বড় সকলেরই যেন সহযোগিতা থাকে। ভবিষ্যতে আমাদের যাত্রা নিরানন্দের না হয়ে যেন আনন্দের হয়ে উঠে।

এবার চলুন আমরা আমাদের বাসখানা নিয়ে "গুরুধামের" উদ্দেশ্যে রওনা দি। বিকাল ৩টা বেজে ২০ মিনিটের সময় ঐ স্থান থেকে আমাদের বাস ছেড়ে দেওয়া হয়। মোটরগাড়ী নিয়ে অমূল্যদা আমাদের অনেক আগেই বাড়ীর দিকে রওনা দিয়েছেন। চলার পথে পুনরায় বাসের মধ্যে নামকীর্ত্তনে চারিদিক মুখরিত করে আমরা ৬০ মাইলের দূরত্ব ঘুচিয়ে এগিয়ে চলছি। আধঘণ্টা চলার পর বনগ্রামের এক বাজারের নিকট স্থানীয় লোকেরা তাদের খাটানো ত্রিপল ছেঁড়ার অজুহাত দেখিয়ে আমাদের বাসখানাকে আটক করে। তাদের একজন লোক নিয়ে আমরা আরও এগিয়ে এসে বনগ্রাম বাস ষ্ট্রাইক সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনায় পাঁচ টাকায় রফা করি। এখান থেকে বিকাল ৪টায় সময় আমাদের বাস ছাড়ে। আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পর বাসের সাধারণ মেরামতির জন্য ১০ মিনিট দাঁড়াতে হয়। মেরামতির কাজ ছেড়ে পুনরায় আমাদের যাত্রা সুরু করি। ৫টা বেজে ৫ মিনিটের সময় আমরা অশোকনগরে পৌছি। পাঁচ ছয় জন যাত্রী এখানে নেবে যান। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বাদাম, ছোলা, বিস্কুট ইত্যাদি নানা খাবার কিনেন। জলের পাত্রে জল নিয়ে নি।

অশোকনগর থেকে ৫টা বেজে ১৫ মিনিটের সময় গুরুধামের উদ্দেশ্যে আমরা একটানা যাত্রা সুরু ক'রে দি। হু হু করে বাস ছুটেছে এবং ভিতরে নামকীর্ত্তনও বেশ জমে উঠেছে। সকলেই মন মাতানো নাম কীর্ত্তন করতে করতে সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৫ মিনিটের সময় গুরুধামের সামনে এসে আমাদের আজকের প্রায় ১২০ মাইলের যাত্রা শেষ করি। সকল ভক্তদের মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। একে একে ধামে প্রবেশ ও ভক্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসনে প্রণাম জানাই। একটু বিশ্রামের পর, ধামের ব্রহ্মচারী অন্নব্যঞ্জন মাখা প্রসাদ সকলকে বিতরণ করেন। ৭টা বেজে ২০ মিনিটের সময় সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়। যথারীতি অর্ঘ্যম্ পাঠের পর প্রসাদ দেওয়া হয়। তারপর আসনে আজকের শেষ প্রণাম জানিয়ে প্রত্যেকের নিকট "জয়গুরু" বিনিময় করে যে যার ঘরে চলে যাই।

"জয় ব্রজানন্দ হরে"।

গুরুধাম প্রতিষ্ঠার অন্তরালে

পরিমল কুমার দাস

বর্ষশেষ—নূতনের পদধ্বনি, ১৯৬৯ তোমাকে বিদায়, ১৯৭০—তোমাকে আবাহন করি, হৃদয় শঙ্খে নবীনের সঙ্গীত—

"হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন।"

পুরাতন বৎসরের নিস্ফল সঞ্চয় আজ যেন নিঃশেষ হতে চলেছে। ঝড় যেমন ঘুর্ণীবেগে বিবর্ণ, বিশীর্ণ বৃক্ষপত্র, ধূলি ও তৃণদল অখণ্ড আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুরাতনের দিকচক্রবাল সচল শুভ্র জীবনের জয় ঘোষণায় চতুর্দ্দিকে ব্যপ্ত করেছে। এই নূতনের, নবীনের, এই মহাজীবনের আবির্ভাব। ঘোর রাজ কীয় সমারোহে। তাই পরম বিস্ময়ে তাহাকে শ্রদ্ধা করি—

"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।"

হে নূতন, তুমি এমনি করে সকল জীর্ণতার মাঝে নব নব রূপে বারবার আত্মপ্রকাশ কর। সকল সৃষ্টির ইতিহাস তাই। পুরাতনকে পিছনে ফেলে নূতনের জয়যাত্রা। আজ চতুর্দ্দিকে নূতনের জয়ধ্বনি। তবু মন চায় অতীতের জীর্ণ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। "হে নূতন, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।" আমি আজ তোমার গোপন বক্ষপুটে অতীত ইতিহাসচারী।

পনর বছর আগে ১৯৫৫ ইং ১লা জানুয়ারী মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র গুরুধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীব্রজানন্দ। আজ গুরুধাম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহোৎসবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার দিন নয়, গুরুধাম প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য অনুধাবন করাই এই মহোৎসবের প্রধান কর্ত্তব্য। গুরুধাম প্রতিষ্ঠাতার মর্ত্ত্যে আবির্ভাব ও তাহার মহান উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করিলেই গুরুধাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হৃদয়াঙ্গম সহজতর হবে।

মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেমের ঠাকুর ব্রজানন্দের মর্ত্ত্যে আবির্ভাব। মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সকল ব্যথা ও দুঃখ দূর করে জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি পথের সন্ধান দিয়েছেন। হিংসা, লোভ ও ক্রোধের বহ্নিশিখায় জর্জ্জরিত পৃথিবীর মানুষকে নূতন মানবধর্মে দীক্ষীত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার সুপরিচিত বুড়াশিবধামাধীশ বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীব্রজানন্দ প্রেম ও শান্তির স্বর্গরাজ্য "গুরুধাম" প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রজানন্দের জীবনই তাহার বাণী। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের নূতন উপায়—নূতন জীবন চেতনা ও পার্থিব জীবনের নূতন ব্যাখ্যা যাহা জীবনকে পূর্ণ করে তোলে—সর্ব্বপ্রকার মোহান্ধকার দূর করে মুক্তির আলো এনে দেয় জীবনের সর্বদিকে। চির বিচিত্র আনন্দরূপে সেই জীবন নাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাব—মহান আধ্যাত্মিক জীবন লাভের উদ্দেশ্যে—

"আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা
আমার তনুর অনুতে অনুতে
রবে তব প্রতিমা।"

আজ গুরুধামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবসে নতুন জীবনের দীক্ষা নেব। সকল গোঁড়ামি ও সংস্কার-থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উচ্চতর জীবনাদর্শ গ্রহণ করব। স্বপ্নময়, অলস, কীর্ত্তিহীন, পৌরুষহীন জীবন ত্যাগ করে অমৃতময় বৃহত্তর জীবনকে বরণ করব—

"যাব আজীবনকাল পাষাণ কঠিন
সরণে
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় তাহা
সুখ আছে সেই মরণে।"

এই শুভদিনে সকল সংশয় দূর করে গুরুদেব ব্রজানন্দের রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করব—

"কেন এই সংশয় ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে
বহে যায় বেলা,
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা"

আজ পুণ্য গুরুধামে হিংসা, দ্বেষ ভুলে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নেব। প্রকৃত প্রেম লাভ যে অনন্ত সম্পদ লাভ। যুগাচার্য্য ব্রজানন্দ সকল মানুষের মধ্যে শিবের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই নররূপী নারায়ণের পূজা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত ও ধর্ম। সেই মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি চিরদিন সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। স্বার্থান্বেষী মানুষ আমরা ভুলে যাই ঠাকুরের সেই বীজমন্ত্র—ভুলে যাই সকলের মাঝে বিরাজমান পরমাত্মারূপী—নারায়ণকে।

আজ আত্মস্থ হওয়ার দিন। সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য-ক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্র জীবন নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তাহারই উপর ত্যাগের ও বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা উড্ডীন হোক—মহত্তম সত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ হউক। ধ্বংস যজ্ঞের পর রুদ্র দেবতা শান্তির অমৃত বাণীতে নবযুগ ঘোষনা করবেন—

"জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।"

আজ আত্মসমীক্ষার দিনে সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হউক গুরুদেবের আশীর্বাদে গুরুধাম নিখিল মানবের মহামিলনের—তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হউক। হে জীবনবল্লভ ব্রজানন্দ, আমাদের সব আবরণ উন্মোচিত হয়ে নতুন আত্মোপলব্ধি ঘটুক—

"এ আমির আবরণ স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব্ব মানুষ মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরীত।"

(১লা জানুয়ারী ১৯৭০ তারিখে গুরুধামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস অনুষ্ঠানে লেখকের দ্বারা পঠিত।)

ব্রজানন্দ বুড়াশিব

বীণারাণী পাল

নিজ শক্তি বলে প্রতিষ্ঠা করেছ বুড়াশিব গুরুধাম।
ভক্ত যাহা বাসনা করে পুরাও তাহার মনস্কাম॥
নিজেরে তুমি ঢেকে রেখেছ সন্ন্যাসীবেশ ধরি।
তাই আজি সন্ধান পেয়েছি অনেক খোজাখুজি করি'॥
প্রথম দেখাতেই ভেবেছি তোমাকে বুড়াশিব অবতার।
ভক্ত শিষ্য সদা বলে থাকে ব্রজানন্দ বুড়াশিব আমার॥
ভক্তের তরে করিছ করুণা কতরূপে দয়াময়।
ভক্ত তোমারে সানন্দে কহিছে তুমি যে ব্রহ্মময়॥
সর্ব উর্দ্ধে তুমি আছ হে তাপস কৈলাস অধীশ্বর॥
মানবের দুঃখ হরিতে ভুবনে নেমে এলে মহেশ্বর॥
সদা মঙ্গলকর দীন-দরিদ্র ভক্ত-শিষ্য সবাকার।
ব্রজানন্দ বুড়াশিব তুমি ঘুচাও মনের অন্ধকার॥
ত্রিপুরা নন্দের নন্দন তুমি নীতি ধর্মে মূর্ত্তিমান।
শত কোটি প্রণাম জানাই আমি যে অবোধ সন্তান॥

গুরু-শিষ্য সংবাদ

(শিষ্য তরণীকান্ত বসুকে লিখিত গুরুদেবের পত্রের অংশ)

শিষ্য : বাবা, সংসার বড় বিষম স্থান। বাত্যাতাড়িত তরণীর মত মন সততই চঞ্চল; গন্তব্যস্থলে পৌছান বড়ই দুষ্কর। আমার ভক্তিও নাই ; মানসিক শক্তিও নাই। কি করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর : "আমার সব কিছু বরণ করে নিলেই তোমার ভক্তি অচলা হয়ে যায়। আমার ইচ্ছার সাথে তোমার ইচ্ছা মিলে গেলেই হয়। তোমার প্রকৃতির সাথে আমার প্রকৃতির মিল থাকলেই ত হয়ে যায়। আমার সব কিছুই তোমার মিঠা লাগা চাই, তা হলেই যে কোন সংশয় থাকে না। ভক্তি অচলাই থাকে, বিশ্বাস টলে না। বিশ্বাস অটুট রাখতে হ'লে Complete Surrender করতে হয় (সম্পূর্ণ শরণাগতি)। নিজের অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত নয়। শুকদেব জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখে কি জনক কয়েকটি উলঙ্গ সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোলে করে বসে। দেখেই তাঁর ঘৃণা হ'ল। এর কাছে উপদেশ নিব? তৎক্ষণাৎ ফিরে চললেন, ভক্তি বিশ্বাস তাঁর সেখানেই চট্‌কে গেল। জনক টের পেয়ে তৈলপূর্ণ একটী বাটী দিয়ে বললেন, তুমি আমার রাজপুরীটা দর্শন করে এসো, দেখো তৈল যেন এক ফোঁটা মাটিতে না পড়ে ; তা হ'লে তোমার শিরচ্ছেদন হবে। এই প্রহরী তরবারী হস্তে তোমার পিছনে রইলো। শুকদেব আর পুরী দেখবেন কি ? তাঁর মন তো বাটীর উপর। তেমনি আমার মন গুরুমুখী হয়ে আছে। আমার কাছে স্ত্রীই বা কি, আর পুরুষই বা কি ; উলঙ্গই বা কি, কাপড় পরাই বা কি ? বাবা তরণী, তবেই দেখ, সবই মনে। মন পাখীকে এবার "জয় গুরু" বলে ধ্বংস করে ফেল"।

শিষ্য আপনি আমাদের ভুলে থাকৃলে আমাদের দুর্গতি দূর হবে কি করে ? সংসারের ঘূর্ণীপাকে নাজেহাল হয়ে পড়ছি।

উত্তর : ভক্তের কাঙ্গাল কি ভক্তকে ভুলতে পারে ? যার জন্য আমাকে এই হাড় মাংসের দেহ ধারণ করতে হলো। গুরুতে মন রেখে বিদ্যার সংসার করতে হবে। আর অবিদ্যার সংসার রিপু নিয়ে সংসার। বিদ্যার সংসারের নাশ নাই। গুরুতে বিশ্বাস রাখ, মনপ্রাণ সমর্পণ কর, সব হবে। আমি বিশ্বাস রেখেছি, মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি, তাই অমর লোকে বাস করছি। তুমিও আমার মত হও"।

শ্রীশ্রী বুড়াশিব ধাম

রমনা, ঢাকা

১৩।৬।৬৬

স্বাঃ স্বামী ব্রজানন্দ

নমো ভগবতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দায় নমঃ

গুরুধামে ভক্ত-শিষ্য সম্মেলন

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯

৺বিজয়া সম্মিলনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রমথ মিত্র

শ্রীশ্রীভগবান ব্রজানন্দের আশীর্ব্বাদপুষ্ট ভক্ত-শিষ্যগণ প্রতিমাসে গুরুধামে ভক্ত-শিষ্য সম্মেলনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ তারিখে গুরুধামে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হয় অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায়। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথ মিত্র মহাশয় সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সুখের বিষয় ভক্ত-শিষ্যের সমাগম আশানুরূপ হইয়াছিল।

শ্রীমতী পুরবী ঘোষ মহাশয়া কর্ত্তৃক গুরু আবাহন সঙ্গীত সহকারে অনুষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ হয়। অতঃপর গুরু-ধামের প্রধান সেবক শ্রীবলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ভগবান ব্রজানন্দের প্রতিকৃতিতে জয়ধ্বনি সহকারে মাল্যদান করা হয়। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান সমবেত কণ্ঠে গুরু-ভজন।

অতঃপর বিভিন্ন বিষয়-বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন ভক্ত-শিষ্য কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠ। সর্ব প্রথম শ্রীযুক্ত তরণী কান্ত বসু মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন—বিষয় সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য। এই মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি শ্রবণে শ্রোতাদের মনে এইরূপ সম্মিলনীর আবশ্যকতা ও সার্থকতার বিষয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে নিঃসন্দেহে বলা-যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীযুক্ত পরিমল দাস মহাশয়; তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধে এইরূপ সম্মিলনীর বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতিমাসে এই সম্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রতি সকলের মনে গভীর আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র সাহা মহাশয় তাহার একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিষয় ধর্মাচরণে সঙ্ঘ অপরিহার্য্য। সকল ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানই সঙ্ঘ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে "ব্রজানন্দং শরণং গচ্ছামি—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ধ্বনিতে তাঁহার বক্তব্যের সারবত্তা সুউচ্চারিত হয়। অবশেষে শ্রদ্ধেয় প্রফেসার শ্রীযুক্ত মণিমোহন শর্ম্মণঃ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁহার একটী সুন্দর নাতিদীর্ঘ গুরু পূজা বিষয়ক কবিতা পাঠ করেন। শ্রোতাদের উপকারার্থে কবিতাটি পরে বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞ ভাজন হ'ন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত প্রমথ মিত্র মহাশয় শ্রীগুরুর মর্মর মূর্ত্তি নির্মাণ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য আগ্রহী ভক্ত-শিষ্যের নিকট আবেদন করেন। কাহারও অবিদিত নয়—গুরুধামে একান্ত স্থানাভাব। শ্রীগুরুর আদেশ ক্রমে ধামের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সংলগ্ন বি, কে, সাহার বাগানের সংলগ্ন স্বল্প পরিসর জমির জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এ যাবৎ নানা কারণে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় নাই। অনতিবিলম্বে জমির মালিক পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সচেষ্ট হইতে সকলের নিকট বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান হইয়াছে। শ্রীগুরুর ইচ্ছায় এবং উৎসাহী ভক্ত-শিষ্যের চেষ্টায় এবং ব্রজানন্দ সঙ্ঘ প্রচার পত্রিকা সম্পাদনের বিষয়টিও সম্মিলনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আগামী ৯ই ফাল্গুন ১৩৭৬, ইং ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ শনিবার দিন মাঘী পূর্ণিমার উৎসবের শুভদিনে পত্রিকার প্রথম

সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই প্রথম সংকলনের জন্য ভক্ত-শিষ্যদের নিকট হইতে প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছে।

বিষয়ঃ ১। জীবনালেক্ষ্য ২। মুক্তা ধারা ৩। সেবাব্রত ৪। সাধ্য-সাধক ৫। ভক্ত-শিষ্য ৬। গুরু-শিষ্য ৭। অবতার বাদ ৮। প্রেম-ভক্তি ৯। আরতি ১০। অদ্বৈতবাদ।

আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই যে সকল প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে তাহা এই সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। এই প্রচার পত্রিকা পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ—সম্পাদক মণ্ডলী—পরিচালক মণ্ডলী ও সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সভ্য-নির্বাচন করা হইয়াছে। প্রচার পত্রের নিয়মাবলী অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

অবশেষে প্রতি রবিবার উৎসাহী ভক্ত-শিষ্যগণ অপরাহ্নে গুরুধামে মিলিত হইয়া আধ্যাত্ম বিষয়ক আলোচনা করিবেন এবং প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় গুরুধামে ভক্ত-শিষ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এই মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাত্রি ৭॥ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের কার্য্য সমাধান হইলে সান্ধ্য-ভোগ ও সান্ধ্য-আরতি এবং প্রসাদ বিতরণ হইলে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে সমবেত প্রার্থনান্তর উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্মিলনীর পরিসমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। কতিপয় উদার ভক্ত-শিষ্যের অর্থানুকুলে সান্ধ্যভোগের বিশেষ আয়োজন করা হয় ও উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যদের অভিপ্সিত প্রসাদ বিতরণে আপ্যায়িত করা হয়।

— — —

পাতা ঝরার দিনে

পরিমল কুমার দাস

আজ পাতা ঝরার দিনে
শতাব্দীর সূর্য্য
রক্তমেঘ মাঝে অস্ত যায়।
হিংসার উৎসবে
মরণের উন্মাদ রাগিনী
শুনি দিকে দিকে।
নিষ্ঠুর সভ্যতা নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা
গুপ্ত বিষদন্তে তার
তীব্র বিষে হানিবে মোদের।

হে মোর জীবন বল্লভ ব্রজানন্দ,
তুমি আছ মোর সাথে
তাই আতঙ্কে কাঁপে না হৃদয়।
মনোময়তার কমনীয় মায়াজালে
সাধ করে নিজেকে জড়াই।

বিজনে অন্তরালে
মনে মনে হাসি
একই ঠোঁটে তোমার অদৃশ্য উত্তাপ
অনুভবে বুঝি।

দ্বিমুখী বাসনা
দ্বিধার বীণা
হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে
বিচিত্র এই প্রাণের দ্বন্দ্ব
জ্বলে মরি বিমূঢ় যন্ত্রণাতে।
আমি যে তোমারি প্রভু
আর কারো নয়
বুঝি সেই প্রলয় রাতে।

তবু পাহাড় ঘেরা হৃদয় দুর্নিরীক্ষ্য
দাঁড়িয়ে আছে একটি আদিম বৃক্ষ।
আজ পাতা ঝরার দিনে
তোমাকেই শুধু পড়ে মনে।

যা চেয়েছি তা পেয়েছি

রামকৃষ্ণ পাল

ছোটবেলা হতেই আমি গান-বাজনায় যেতাম, এমনকি—কোন জায়গায় নামকীর্ত্তন, মনসামঙ্গল, হরিকীর্ত্তন, পাঠ ও মহোৎসব হলে খুব আনন্দের সহিত যেতাম, সাধুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতাম, সাধুরাও আমার সঙ্গে বেশ আলাপ করত। তখন ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, তবে একটু ভাল লাগত। স্কুলের পড়া শেষ করে গ্রাম থেকে ঢাকা সহরে আসি এবং কর্মজীবন আরম্ভ করি। দেশের মত ঢাকাতেও হরিসভায় রামকৃষ্ণ মিশনে, মধ্য গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করি। কোন প্রকার উৎসবাদর সংবাদি পেলেই সেখানে চলে যাই এবং ওখানকার সাধু-সন্ন্যাসীদের বক্তৃতা শুনি, ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না।

ঢাকায় ওয়াইজ ঘাটে থাকি শাখারীবাজারের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বভাব, সামনে ছিল শিবরাত্রি, তাদের সঙ্গে বুড়াশিববাড়ী শিবরাত্রি উৎসবে ভলান্টিয়ারী করতে যাই। খুব ভীড়, ধাক্কাধাক্কী করে পুণ্যার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে শিবের মাথায় জল ও পূজা দেওয়ার জন্য মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মন্দির হতে ঘন ঘন ধ্বনি হচ্ছে জয় বুড়াশিব কি জয়! জয় বুড়াশিব কি জয়!! অগণিত নরনারী সমস্ত রাত্রি প্রহরে প্রহরে পূজা দেয়, বহুদূর দেশ থেকেও অনেক পুণ্যার্থী পূজা দিতে আসে। আমরা মাঝে মাঝে সাধু বাবার কাছে যেয়ে প্রসাদ চেয়ে নিতাম। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বসে থাকতেন পরণে শুধু একটু নেংটি। এবারই আমি প্রথম তাঁহাকে দেখি।

কোন সময় পল্টন কি রমনা গেলেই একবার ঐ নেংটা সাধুর মন্দিরে যাই, কোন কোন সময় ভিতরে যেয়ে প্রণাম করি, আবার কোন কোন সময় লোক জন দেখে বাহির থেকেই চলে আসি। বাড়ী থেকে একখানা চিঠি পেলাম বড়দাদা ও দিদি দীক্ষা নিবেন আমাকে বাড়ী যেতে হ'বে। বাড়ী গেলাম দীক্ষার আড়ম্বর ও গুরুদেবকে দেওয়ার জিনিষপত্র দেখলাম সে এক বিরাট ব্যাপার। কয়েক বৎসর পরে আমার দিদি আমাকে দীক্ষা নিতে বলেন। বাড়ীতে আমি তাহাদের গুরুদেরের ২।৩ খানা পুরাতন চিঠি দেখি ঐ চিঠিতে লেখা ছিল তোমার গুরুভাইয়ের পৈতা হবে এসময় ৫০৲ টাকা পাঠাবে। আর এক চিঠিতে লেখা ছিল তোমার গুরুদেবের চরণ খালি তার জন্য ১ জোড়া বিনামার প্রয়োজন এবং আরও অনেক কিছু। তখন থেকে আমার মনে সংসারী গুরুর উপর ভক্তির ভাব কম। মনে মনে ভগবানকে বলি—"হে ভগবান তুমি আমাকে ত্যাগী ও সন্ন্যাসী গুরু মিলাইয়া দিও।" অর্থাৎ যে গুরুর কোনরূপ চাহিদা থাকিবে না এইরূপ গুরু যেন পাই। ঠিক তাই হল, একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে আমি ও আমার স্ত্রী শিব মন্দিরে পূজার জন্য যাই শিবলিঙ্গে জল ফুল দিয়ে ঐ নেংটে সাধুর মন্দিরে যাই এবং চরণ ধূলা গ্রহণ করি, তখন সাধু বল্লেন—বস। কিছুক্ষণ পরে আমরা বল্লাম এখন যাই—তখন তিনি বল্লেন প্রসাদ নিয়া যাও—আবার এসো। প্রসাদ নিলাম এবং চলে আসলাম। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে আমাকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলাতে আমি রাগ করিতাম এবং বলতাম বেশত নিব এত ব্যস্ত কেন—গুরু দেখিয়া দীক্ষা নিতে হয়। স্ত্রী দীক্ষা নেওয়ার জন্য খুব ব্যগ্র হয়ে গেল তখন আমি তাকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে, মধ্য গৌরীয় মঠে নিয়ে ঐ মঠের নিয়ম কানুন অবগত হই। আর ২।১ জন গৃহী গুরুর কথা বলি। তখনও আমি ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করি "হে ভগবান তুমি আমাকে ত্যাগী গুরুর সন্ধান দিও" তা হলে আমার জীবন ধন্য মনে করব। তখন মোটামুটি ঠিক হইল মিশন থেকেই দীক্ষা নিব।

ভগবানেরই ইচ্ছা—কোন কারণে একদিন ভোর বেলা স্ত্রীকে বলি—চলো শিববাড়ী যাই—শিববাড়ী গেলাম সাধু বাবাকে প্রণাম করাতে তিনি বল্লেন বস বাবা—প্রসাদ নিয়া যাও, স্ত্রীকে বলল বস মাই—প্রসাদ নেও। দীক্ষার কথা বলাতে স্ত্রীকে বলি যে গুরু সহজ নয় এবং খুব চিন্তা ভাবনা করিয়া গুরু ঠিক করতে হয়। তখন আমার স্ত্রী বলল আর বেশী ভেবে কোন লাভ নাই চল আমরা ঐ শিববাড়ীর সাধু বাবার নিকট, দীক্ষা দিবেন কিনা তাহা প্রথম জিজ্ঞাসা করে দেখি। স্ত্রীর ব্যাকুলতায় একদিন সন্ধ্যার পর দুইজনেই শিববাড়ী যাই এবং সাধুবাবাকে প্রণাম করে প্রসাদ নেই। তখন দীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন বেশত নিবে। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলাম কি কি লাগবে—তিনি বল্লেন—কিছুই লাগবে না—এটাত দোকান নয় যে পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনতে হ'বে। তোমাদের প্রাণ চায় ত চলে আসবে। এই কথা বলিয়াই তিনি উপরের কোঠায় উঠিতেছিলেন পিছনে পিছনে যেয়ে আবার বল্লাম দিন দেখিয়া দিন। তিনি দিন করে দিলেন এবং বললেন স্নান করে শুদ্ধ মনে চলে এস। তখন মনে আমার বহুদিনের আকাঙ্খিত ত্যাগী গুরুই ত আমি চেয়েছিলাম।

বাসায় এসে স্বামী-স্ত্রীতে চিন্তা করছি যে কি ভাবে খালি হাতে একটা মন্দিরে যেয়ে দীক্ষা নিব। দীক্ষার পূর্বের দিন হঠাৎ আমার স্ত্রীর একটা কথা মনে হইল সে আমার পাওনাদারের স্ত্রীর নিকট গেল এবং সেখানে দীক্ষার কথা বলাতে ওখান থেকে ১০৲ (দশ টাকা) পেল আমি অন্যত্র যেয়ে ১০ (দশ টাকা) পেয়ে আসি, তখন আমাদের মনে একটু আনন্দের আভাষ এল। এর পরেও স্ত্রীর লুক্কায়িত ও গচ্ছিত টাকা কিছু বাহির হইল। তাহা দ্বারাই মন্দিরের ভোগেরজন্য কিছু চাউল-ডাইল তরি-তরকারী নিয়া মন্দিরে পৌছি। ঠিক সময় মতই তিনি আমাদিগকে উপরের ঘরে নিয়া গেলেন দুজনকে বসায়ে পূজা-অর্চ্চনা করে দীক্ষা দিলেন। তখন তিনি বললেন বাবা রামকৃষ্ণ, বীণা মাই আজ থেকে তোমরা আমার সন্তান তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম, আজ থেকে তোমরা ধন্য হ'য়ে গেলে, তোমাদের আর চিন্তা নাই আরও অনেক কিছু। সন্ধ্যা আরতির পর ভোগের প্রসাদ পাই এবং বিদায় নেই। যাহারা দর্শনে আসেন তাহারা সকলেই "বাবা" সম্বোধন করে কথা বলেন। এর-পর থেকে আমরাও "বাবা" সম্বোধন করি। সর্বদা মুখে যেন মধুর হাসি লেগে আছে কত লোক কত ভাবে কথা জিজ্ঞাসা করছে একের পরে এক উত্তর দিতেছেন। কিইবা স্মরণ শক্তি আর কিইবা ধৈর্য্য। বাবার ধৈর্য্যের কথা বলা অসম্ভব। সর্বদা ভোর ৭টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত একভাবে এক আসনে বসে আছেন ভক্ত-শিষ্যরা যাহা ভোগের জন্য আনিতেছেন বাবাও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত ভক্তশিষ্যদের প্রসাদ দিতেছেন। বাবার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাবা কোন সময়েও কাহার নিকট হইতে কিছু চাহিয়া নেন না। ভক্ত-শিষ্যরা আপনা হইতেই দিতেছেন; বাবা বলেন শিবের ভাণ্ডারে কোন জিনিসের অভাব নাই, প্রকৃতই আমরা তাই দেখেছি। ভোগের জন্য ভারায় ভক্তি জিনিস আসিতেছে।

বাবার নাম ব্রজানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজের সকলকে আনন্দ দিয়েছেন,—বাবাও তাই—আমাদের ভক্ত-শিষ্যদের আনন্দ দিতেছেন। তাঁর শ্রীচরণ দর্শন স্পর্শনে দেহে কোনরূপ ব্যধি থাকে না, পেটে ক্ষুধা থাকে না—কি যেন অপার মহিমা। বাবার অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে তাহা অনেক ভক্ত-শিষ্য জানেন। ছোটদের সঙ্গে গোপালের মত ব্যবহার, বিরক্তের ভাবে মোটেই নাই। যেন নিশ্চল শিবলিঙ্গ।

যখন ঢাকায় ছিলাম তখন প্রায়ই গুরুধামে যেতাম যদি ৩।৪ দিন বাদ পরত বাবা সংবাদ দিতেন, যাওয়ার মুহূর্তেই জিজ্ঞাসা করতেন কি বাবা রামকৃষ্ণ এ কয়দিন যে দেখি নাই, বাবার আদেশ নিয়াই ঢাকা ছেড়ে আসি।

গুরুদেব শ্রীশ্রীব্রজানন্দ পশ্চিমবঙ্গবাসী ভক্ত-শিষ্যদের একস্থানে মিলনের জন্য কলিকাতাস্থ বাঙ্গুর এভিনিউতে বহু অর্থব্যয়ে সুউচ্চ সুন্দর, মনোরম গুরুধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই মন্দির বর্ত্তমান যুগের শিল্প-কলার নিদর্শন স্বরূপ। বাঙ্গুর এভিনিউতে প্রবেশ করার পথে প্রথমেই মন্দির। ভক্ত-পথচারীরা-যাতায়াতে শ্রীশ্রীব্রজানন্দের প্রতিকৃতিতে মাথা নত করেন।

৺বিজয়া সম্মিলনীর পর থেকেই এখন প্রতি রবিবার বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের লীলা বর্ণনা হয় এবং কীর্ত্তন হয়। এই দিন আমাদের গুরু-ভাই-বোনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভাতৃ-বন্ধন দৃঢ় হয়। এখন থেকে আমাদের ভক্ত-শিষ্যদের মন্দিরের সকল রকম কাজের প্রতি সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং যাহাতে ভগবান শ্রীশ্রীব্রজানন্দের নাম প্রচার হয় তাহার ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন। যাহাতে ধামের সুনাম তাহার দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। হে ভগবান ব্রজানন্দ তুমি আমাদের মনের মলিনতা দূর করিয়া সৎপথে মতি দিও, তোমার নামের গুরুধাম যেন চীর উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। বিশ্ববাসী যেন তোমার জয়গান গায়। আমি মুর্খ আমার কোনরূপ লেখার অভ্যাস নাই, শুধু মনের আবেগে শ্রীশ্রীব্রজানন্দের শ্রীচরণ ভরসায় সামান্য ভাব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছি। আমার শেষ কথা এই যে, আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আমি যেন একজন ত্যাগী গুরু পাই। তাই যা চেয়েছি তা পেয়েছি।

"জয় ব্রজানন্দ হরে"